দর্শনায় ৩ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যাবসায়ী দোস মোহাম্মদকে (৪৫)গ্রেফতার করেছে। তিনি পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছোট বোনদিয়া গ্রামের মৃত সাবদার মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ সুজন আলী সঙ্গীয় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অফিসার ও ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযান চালায়

আপেল উদ্দীন এর আবাদী জমির সামনে সড়াবাড়ীয়া হতে ছোটবলদিয়া গামী পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ সন্দেহ ভাজন একজনকে গ্রেফতার করে।পরে তার সাথে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ভারতীয় ৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।যার আনুমানিক বাজার মৃল্য ৯০ হাজার টাকা।গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা রুজুর ৩ ঘন্টার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক অভ্যাসগত সহিংস যৌন নিপীড়নকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন কুতুবপুর (ক্ষিনপাড়া) সাকিনস্থ জনৈক মোঃ রিপন আলীর স্ত্রী মোছাঃ কেয়া খাতুন (২৬) বাদী হয়ে সদর থানায় এসে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যে, গত সোমবার রাত এগারোটার সময়

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন কুতুবপুর দক্ষিনপাড়ার আত্তাব আলীর ছেলে আসামী মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩৩) শ্লীলতাহানি ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটায়।বর্ণিত ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৬ মঙ্গলবার ধারা- ১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২০)রুজু হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল), চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলীর নেতৃত্বে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই(নিঃ) মোঃ ফরিদুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা সদর থানার একটি চৌকস টিম চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী মোঃ শফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। আসামীকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

আসামীর প্রদত্ত স্বীকারোক্ত অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত আসামী একজন অভ্যাসগত সহিংস যৌন নিপীড়নকারী। সে রাত্রি বেলায় প্রায়শই এলাকায় বিভিন্ন বাড়ীর আশেপাশে পূর্বে থেকে ওঁৎ পেতে থাকে এবং এ সময় ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে গোপনে আসামী তার ঘরে মধ্যে প্রবেশ করে এবং খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে তাদেরকে মুখ চেপে ধরে এবং আসামীর চিরাচরিত সহিংস ও হিংস্র আচরণের মাধ্যমে তাদের উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়ে কৌশলে পালিয়ে যায়।

গ্রেপ্তারকৃত এই আসামি কর্তৃক কতজন ভিকটিম তার বিকৃত লালসার শিকার হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আসামীকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে ৮৭ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ৮৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী র্যাব সিপিসি ১২ র একটি দল।

গতকাল সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১০ টার দিকে গাংনী থানার মটমুড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর সাকিনস্থ এলাকায় অভিযান চালিয়ে আনিছুর রহমান হিড়কে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ আনিছুর রহমান হিড়(৩৩),গাংনী থানার মোহাম্মদপুর বাগানপাড়া গ্রামের মোঃ আসাদুল হিড়ের ছেলে।

গাংনী র্যাব সিপিসি ১২ ক্যাম্পের কোম্পানীর কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, অতিরিক্ত ডিআইজি (অধিনায়ক র্যাব-১২) মোঃ মারুফ হোসেন পিপিএমের নির্দেশনায় একটি চৌকষ দল গাংনী থানার মটমুড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর সাকিনস্থ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ৮৭ (সাতাশি) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ০১ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে।

আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামীকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনায় ৩২ বোতল ফেনসিডিলসহ সিংনগরের ছোট গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩২ বোতল ফেনসিডিলসহ জহিরুল ইসলাম ছোটনকে (২৮)গ্রেফতার করেছে।

দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ইনতাজুলের বাঁশ বাগানের সামনে থেকে গ্রেফতার করে।তিনি জীবননগর উপজেলার সিংনগর গ্রামের গাং ধার পাড়ার আমানত মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে আজ রবিবার (৩ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার শাহ’র নেতৃত্বে, অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া বন্ধুতলা নামক স্থানে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ জহিরুল ইসলাম ছোটনকে গ্রেফতার করে। পরে পুলিশ

তার দেহ তল্লাশী করে ৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ বলেছে। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মারমারি মামলায় গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউল হক তবাকে একটি মারধরের মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরের তরে নিজ এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত রেজাউল হক তবা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে,আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা ওই সভায় রেজাউল হক তবা বক্তব্য রাখছিলেন।

এ বক্তব্য অপত্তিকর দাবী করে তা বন্ধ করতে বলেন পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু। একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে গালিগালি ও চেয়ার ছোড়াছুঁড়ি শুরু হয়। এসময় চেয়ারের আঘাতে পিন্টুর মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়। উপস্থিত নেতা-কর্মীরা পিন্টুকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

গতকাল সোমবার রাতেই পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতিকে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, সোমবার রাতে মারামারির ঘটনায় তোবারক হোসেন নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুপুরে চুয়াডাঙ্গা আদালতের

মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট নাসির শাহ গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট নাসির শাহ (২৬) কে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

সোমবার রাতে ডিবির এস আই মনিরের নেতৃত্বে পুুলিশের একটি এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ডিবির এস আই উত্তম, এস আই আশিক অংশ নেন। নাসির শাহ গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে ২০২২ সালের ২০ আগষ্ট অনলাইন জুয়া পরিচালনার অপরাধে ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে। যার মামলা নম্বর-১১। তিনি অনলাইনজুয়ার অন্যতম এজেন্ট নুরুল মাষ্টারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন বলে তথ্য রয়েছে।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির এস আই মনিরের নেতৃত্বে একটি দল গোপালপুরে গ্রামে অভিযান চালিয়ে নাসির শাহ গ্রেফতার।

তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিয়ণÍ◌্রণ আইনের মামলা খুলনা সাইবার ট্রাইব্যুানালে চলমান রয়েছে। তাকে গ্রেফতার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী কুষ্টিয়া থেকে গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক ছদ্মবেশ ধারণ করে সাজাপ্রাপ্ত দীর্ঘদিন পলাতক পরোয়ানাভুক্ত ০১(এক) জন আসামী কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) সঞ্জয় কুমার চক্রবর্তী ও এস আই (নিঃ) মোঃ রাকিবুজ্জামান সংগীয় ফোর্সসহ মঙ্গলবার কুষ্টিয়া থানার হাউজিং ও মোল্লা তেঘরি এলাকায় ছদ্মবেশ ধারণ করে অভিযান পরিচালনা করে(সাজাপ্রাপ্ত) এস সি- ৭৩২/২২ (সাজাপ্রাপ্ত), সেশন- ৯৬৫/২২ (সাজাপ্রাপ্ত), সেশন- ৯৬৬/২২০৪ (সাজাপ্রাপ্ত), সেশন- ২০০/২২ (সি আর-৭৬/২২, সি আর- ৯৫৯/২২ সংক্রান্ত ০২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত, ০৪ টি সি আর সাজা ও ০২ সি আর সর্বমোট ০৬ টি ওয়ারেন্টের আসামী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছয়ঘরি গ্রামের ওহাব আলীর ছেলে আসামি বাবলু হোসেন কে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুরে বিএনপির দুই শীর্ষ নেতাসহ গ্রেফতার ১১

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ ও গাংনী পৌর ব্হিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলাসহ বিএনপির ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার ভোর রাত থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার

ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এসকল নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতার কৃত মধ্যে সদর থানা পুলিশ ৫ জনকে, গাংনী থানা পুলিশ ৪ জনকে এবং মুজিবগর থানা পুলিশ বাকি ৩ জনকে গ্রেফতার করে। বাকি গ্রেফতারকৃতরা হলেন সদর উপজেরার শ্যামপুর ইউনিয়ন যুবদলের কোষাধাক্ষ্য তাওহীদ হোসেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের ক্রীড়া সম্পাদক বাণী হোসেন, আমদহ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আয়নাল হক, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ মামুন, গাংনী উপজেলার গাংনী পৌর বিএনপির সেক্রেটারি মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা বিএনপির অর্থ বিষয়ক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, বিএনপি কর্মী জহুরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নায়েব আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য তাহাজুল ইসলাম।

পুলিশ জানায়, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবরোধ চলাকালে যাতে কোন নাশকতার ঘটনা না ঘটাতে পারে সে বিষয়ে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে বিএনপির ১০ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন অনেকটা নিরুত্তাপ কেটেছে। দোকানপাট ও স্থানীয় যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। তবে দুরপাল্লার কোন পরিবহন ছেড়ে যায়নি। এদিকে নাশকতা ঠেকাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ গত ২৪ ঘস্টায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তিন উপজেলা থেকে বিএনপির ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সদর থানা ৪ জন, গাংনী থানা ৫ জন এবং মুজিবনগর থানা একজনকে আটক করেছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা

বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে সদর থানা পুলিশ কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো: শামীম হোসেন (৪৫), মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মো: খোরশেদ আলম (৩৬), বিএনপি কর্মী মো: এনামুল হক (৫৫), কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতিমো: তুহিন হোসেন (৪০)। গাংনী থানা পুলিশ সাহারবাটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি আসমাউল হুসনা(২৮), রায়পুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান (৫০), ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জামাল হোসেন (৪৫), জুমাত আলী(৫০), সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি,গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মো: এডাম সুমন(৪০), মুজিবনগর থানা পুলিশ মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাব্দার আলী(৫৪)।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন অনেকটা নিরুত্তাপ কেটেছে। দোকানপাট ও স্থানীয় যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। তবে দুরপাল্লার কোন পরিবহন ছেড়ে যায়নি। এদিকে নাশকতা ঠেকাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তিন উপজেলা থেকে বিএনপির ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সদর থানা ৪ জন, গাংনী থানা ৫ জন এবং মুজিবনগর থানা একজনকে আটক করেছে।
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে সদর থানা পুলিশ কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো: শামীম হোসেন (৪৫), মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মো: খোরশেদ আলম (৩৬), বিএনপি কর্মী মো: এনামুল হক (৫৫), কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতিমো: তুহিন হোসেন (৪০)। গাংনী থানা পুলিশ সাহারবাটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি আসমাউল হুসনা(২৮), রায়পুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান (৫০), ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জামাল হোসেন (৪৫), জুমাত আলী(৫০), সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি,গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মো: এডাম সুমন(৪০), মুজিবনগর থানা পুলিশ মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাব্দার আলী(৫৪)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদকে ৯টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও সাতটি জিআই পাইপ,বারপিচ কাঠর বাঠাম,ছয়পিচ লোহার রড ১৩ জোড়া সেন্ডলসহ গ্রেফতার করেছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা’র নেতৃত্বে অভিযান চালায় ৬২নং আড়িয়া দাখিল মাদ্রাসার মাঠে।এ সময় দর্শনা থানার এস আই টিপু সুলতান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আহাম্মেদকে (৩১)গ্রেফতার করে।

সে দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গোষ্ট বিহার গ্রামের রোস্তম আলীর ছেলে। পুলিশ তার কাছ থেকে ৯টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও সাতটি জিআই পাইপ,বারপিচ কাঠর বাঠাম,ছয়পিচ লোহার রড ১৩ জোড়া সেন্ডলসহ গ্রেফতার করে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করেছে।দর্শনা থানা পুলিশ গত দুইদিনে জামাত- বিএনপির ১০ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।